চীনাবাদাম চাষের বিস্তারিত বিবরণী

জাত পরিচিতি

রবি মৌসুমের জাত

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড়, বীজের আবরণ সাদাটে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাটো আকৃতির, পাতা গাঢ় সবুজ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২.৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৫ - ১৬

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৮

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪৮ - ৫০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ কার্তিক হতে ১৫ অগ্রহায়ণ (নভেম্বরের ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৫০-১৬০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড়, বীজের আবরণ তামাটে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম পাকে, রোগবালাই সহনশীল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১১.০২

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২ - ১৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪৮ - ৫০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ কার্তিক হতে ১৫ অগ্রহায়ণ (নভেম্বরের ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৫০-১৬০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড়, বীজের আবরণ তামাটে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বড় বড় দানা।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২.৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১২ - ১৩

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ - ৫২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৫০ - ৫২ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ কার্তিক হতে ১৫ অগ্রহায়ণ (নভেম্বরের ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৫০-১৬০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম, গোলাকার রং হালকা বাদামী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাড়া, প্রতি গাছে ৬-৭ টি শাখা থাকে, পাতার রং হালকা সবুজ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৪ - ১৫

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪৮ - ৫০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ কার্তিক হতে ১৫ অগ্রহায়ণ (নভেম্বরের ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাটো, ফুল ফোটা থেকে পরিপক্ক পর্যন্ত ৮ ডিএস/মিঃ লবনাক্তটা সহ্য করতে পারে।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১৩ - ১৪

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩.৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪৮ - ৫০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ কার্তিক হতে ১৫ অগ্রহায়ণ (নভেম্বরের ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাটো, ফুল ফোটা থেকে পরিপক্ব পর্যন্ত ৮ ডিএস/মিলি লবনাক্তটা সহ্য করতে পারে।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১১ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৯

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪৮ - ৫০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ কার্তিক হতে ১৫ অগ্রহায়ণ (নভেম্বরের ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বারি চীনাবাদাম-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাড়া ও গুচ্ছাকার, পাতার রং হালকা সবুজ। বাদামের শিরা উপশিরা খুবই স্পষ্ট।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৫.৭৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০ - ৪৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪০০ - ৪২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪০ - ৪২ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৩৫-১৪৫ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : **বারি চীনাবাদাম-৬**

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনাবাদামের উপরিভাগ মসৃণ, পাতলা শিরা উপশিরা অস্পষ্ট। বীজের রং হালকা বাদামী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাড়া ও গুছাকৃতি, পাতার রং সবুজ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৫.৭৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০ - ৪৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪০০ - ৪২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪০ - ৪২ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক-অগ্রহায়ণ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি চীনাবাদাম-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বাদামের খোসা মসৃণ, কিছুটা সাদাটে ও নরম। বীজের সুপ্ততা নাই।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১১ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪৫ - ৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪০০ - ৪২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪০ - ৪২ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক-অগ্রহায়ণ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪৫-১৫৫ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি চীনাবাদাম-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড়, বীজের রং হালকা লালচে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বড় বড় দানা, রোগবালাই সহনশীল। গাছে থোকায় থোকায় বাদাম ধরে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০ - ৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪০০ - ৪৫০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪০ - ৪৫ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক-অগ্রহায়ণ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি চীনাবাদাম-৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার মাঝারী, রং হালকা বাদামী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাড়া, প্রতি গাছে ৬-৭টি শাখা থাকে, পাতার রং হালকা সবুজ। বাদামের খোসা অমসৃণ ও শিরা উপশিরাগুলো সুস্পষ্ট। বারি চিনাবাদাম-৬ ও বারি চিনাবাদাম-৭ জাত অপেক্ষা ৫-৭ দিন আগে পরিপক্ব হয়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০ - ৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩৮০ - ৪০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৩৮ - ৪০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক-অগ্রহায়ণ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি চীনাবাদাম-১০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড় এবং রং হালকা বাদামী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতার রং হালকা সবুজ, উভয় মৌসুমে ফলন ভাল দেয়। বেশ খরা সহনশীল।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯ - ১০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪০০ - ৪৫০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪০ - ৪৫ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক-অগ্রহায়ণ (নভেম্বর-ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : ঢাকা-১

জনপ্রিয় নাম : মাইজচর বাদাম

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম, গোলাকার এবং রং হালকা বাদামী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বর্তমানে জাতটি রোগবালাই ও পোকামাকড় দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়। ফলে চাষাবাদে জাতটি নিরুৎসাহিত করা হয়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৫.৭৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭ - ৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২৫ - ৩০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩৮০ - ৪০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৩৮ - ৪০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : ডিজি-২

জনপ্রিয় নাম : বাসন্তী বাদাম

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড়, লম্বা এবং রং লালচে বাদামি।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতার রং গাঢ় সবুজ, এ জাতের বীজের সুপ্ততা থাকে। তাই ফসল তোলার পূর্বে আগাম বন্যা বা বৃষ্টি পেলেও বীজ জমিতে গজায় না। চরাঞ্চলে ও মাঝারী উচু জমিতে এর ফলন ভাল হয়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৩.৭৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮ - ৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০ - ৩২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪২০ - ৪৪০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪২ - ৪৪ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

পৌষ-ফাল্গুন (মধ্য জানুয়ারি থেকে মধ্য মার্চ)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৫০-১৬০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : লিফ স্পট / টিক্কা রোগ

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : এসিসি-১২

জনপ্রিয় নাম : ঝিঙ্গা বাদাম

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার মধ্যম, চেপ্টা এবং রং হালকা বাদামী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

জাতটি বেশ খরা সহনশীল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৩ - ২০

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯ - ১০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪২০ - ৪৪০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪২ - ৪৪ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক-অগ্রহায়ন (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য ডিসেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪৫-১৫৫ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : ডিএম-১

জনপ্রিয় নাম : ত্রিদানা বাদাম

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএআরআই)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১১০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার মধ্যম, লম্বা এবং গাঢ় লাল।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতার রং গাঢ় সবুজ, ৭-৮ টি শাখা থাকে। গাছ খাটো হওয়ায় ভুট্টা ও ইক্ষুর সাথে সাথী ফসল হিসেবে চাষাবাদের উপযোগী বীজের সুপ্তকাল নাই।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮ - ৯

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০ - ৩২

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪৪০ - ৪৬০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪৪ - ৪৬ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : রবি

বপনের উপযুক্ত সময় :

কার্তিক (মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১০৫-১১৫ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

খরিফ-১ মৌসুমের জাত

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড়, বীজের আবরণ সাদাটে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাটো আকৃতির, পাতা গাঢ় সবুজ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২.৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯ - ১০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪৮ - ৫০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ মাঘ হতে ১৫ ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারীর ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৫০-১৬০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড়, বীজের আবরণ তামাটে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম পাকে, রোগবালাই সহনশীল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১১.০২

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪৮ - ৫০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ মাঘ হতে ১৫ ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারীর ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৫০-১৬০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড়, বীজের আবরণ তামাটে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বড় বড় দানা।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২.৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ - ৫২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৫০ - ৫২ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ মাঘ হতে ১৫ ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারীর ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৫০-১৬০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম, গোলাকার রং হালকা বাদামী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাড়া, প্রতি গাছে ৬-৭ টি শাখা থাকে, পাতার রং হালকা সবুজ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪৮ - ৫০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ মাঘ হতে ১৫ ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারীর ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাটো, ফুল ফোটা থেকে পরিপক্ক পর্যন্ত ৮ ডিএস/মিঃ লবনাক্ততা সহ্য করতে পারে।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯ - ১০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৩

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪৮ - ৫০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ মাঘ হতে ১৫ ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারীর ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাটো, ফুল ফোটা থেকে পরিপক্ব পর্যন্ত ৮ ডিএস/মিলি লবনাক্তটা সহ্য করতে পারে।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯ - ১০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪৮ - ৫০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

১৫ মাঘ হতে ১৫ ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারীর ১ম থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বারি চীনাবাদাম-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনাবাদামের উপরিভাগ মসৃণ, পাতলা শিরা উপশিরা অস্পষ্ট। বীজের রং হালকা বাদামী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাড়া ও গুছাকৃতি, পাতার রং সবুজ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৫.৭৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮ - ১০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪০০ - ৪২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪০ - ৪২ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুন-চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি চীনাবাদাম-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বাদামের খোসা মসৃণ, কিছুটা সাদাটে ও নরম। বীজের সুপ্ততা নাই।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭ - ৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০ - ৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪০০ - ৪২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪০ - ৪২ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুন-চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪৫-১৫৫ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি চীনাবাদাম-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড়, বীজের রং হালকা লালচে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বড় বড় দানা, রোগবালাই সহনশীল। গাছে থোকায় থোকায় বাদাম ধরে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০ - ৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪০০ - ৪৫০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪০ - ৪৫ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুন-চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি চীনাবাদাম-৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার মাঝারী, রং হালকা বাদামী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাড়া, প্রতি গাছে ৬-৭টি শাখা থাকে, পাতার রং হালকা সবুজ। বাদামের খোসা অমসৃণ ও শিরা উপশিরাগুলো সুস্পষ্ট। বারি চিনাবাদাম-৬ ও বারি চিনাবাদাম-৭ জাত অপেক্ষা ৫-৭ দিন আগে পরিপক্ব হয়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০ - ৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩৮০ - ৪০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৩৮ - ৪০ কেজি

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুন-চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি চীনাবাদাম-১০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড় এবং রং হালকা বাদামী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতার রং হালকা সবুজ, উভয় মৌসুমে ফলন ভাল দেয়। বেশ খরা সহনশীল।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯ - ১০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪০০ - ৪৫০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪০ - ৪৫ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ- ১

বপনের উপযুক্ত সময় :

ফাল্গুন-চৈত্র (মার্চ-এপ্রিল)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

খরিফ-২ মৌসুমের জাত

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-১

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড়, বীজের আবরণ সাদাটে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাটো আকৃতির, পাতা গাঢ় সবুজ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২.৬

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯ - ১০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪৮ - ৫০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

১লা ভাদ্র হতে ১৫ ভাদ্র (আগস্টের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৫০-১৬০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-২

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড়, বীজের আবরণ তামাটে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

আগাম পাকে, রোগবালাই সহনশীল।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১১.০২

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৭

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪৮ - ৫০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

১লা ভাদ্র হতে ১৫ ভাদ্র (আগস্টের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৫০-১৬০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-৩

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৫০

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড়, বীজের আবরণ তামাটে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বড় বড় দানা।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১২.৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৬ - ৭

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ১.৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৫০০ - ৫২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৫০ - ৫২ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

১লা ভাদ্র হতে ১৫ই ভাদ্র (আগস্টের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৫০-১৬০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-৪

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম, গোলাকার রং হালকা বাদামী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাড়া, প্রতি গাছে ৬-৭ টি শাখা থাকে, পাতার রং হালকা সবুজ।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১১

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৬

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪৮ - ৫০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

১লা ভাদ্র হতে ১৫ ভাদ্র (আগস্টের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-৫

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাটো, ফুল ফোটা থেকে পরিপক্ক পর্যন্ত ৮ ডিএস/মিঃ লবনাক্ততা সহ্য করতে পারে।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯ - ১০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৩

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪৮ - ৫০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

১লা ভাদ্র হতে ১৫ ভাদ্র (আগস্টের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বিনা চীনাবাদাম-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ পরমাণু গবেষণা ইনষ্টিটিউট (বিনা)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : দানার আকার মধ্যম।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাটো, ফুল ফোটা থেকে পরিপক্ব পর্যন্ত ৮ ডিএস/মিলি লবনাক্ততা সহ্য করতে পারে।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯ - ১০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ২.৪

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪৮০ - ৫০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪৮ - ৫০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

১লা ভাদ্র হতে ১৫ ভাদ্র (আগস্টের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

জাতের নাম : বারি চীনাবাদাম-৬

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : চিনাবাদামের উপরিভাগ মসৃণ, পাতলা শিরা উপশিরা অস্পষ্ট। বীজের রং হালকা বাদামী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাড়া ও গুছাকৃতি, পাতার রং সবুজ।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৫.৭৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৮ - ১০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪০০ - ৪২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪০ - ৪২ কেজি

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

শ্রাবণ-ভাদ্র (জুলাই-আগষ্ট)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি চীনাবাদাম-৭

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড়।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বাদামের খোসা মসৃণ, কিছুটা সাদাটে ও নরম। বীজের সুপ্ততা নাই।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৭ - ৮

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩০ - ৩৫

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪০০ - ৪২০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪০ - ৪২ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

শ্রাবণ-ভাদ্র (জুলাই-আগষ্ট)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪৫-১৫৫ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি চীনাবাদাম-৮

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড়, বীজের রং হালকা লালচে।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

বড় বড় দানা, রোগবালাই সহনশীল। গাছে থোকায় থোকায় বাদাম ধরে।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৪

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০ - ৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪০০ - ৪৫০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪০ - ৪৫ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

শ্রাবণ-ভাদ্র (জুলাই-আগষ্ট)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : মরিচা

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি চীনাবাদাম-৯

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার মাঝারী, রং হালকা বাদামী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

গাছ খাড়া, প্রতি গাছে ৬-৭টি শাখা থাকে, পাতার রং হালকা সবুজ। বাদামের খোসা অমসৃণ ও শিরা উপশিরাগুলো সুস্পষ্ট। বারি চিনাবাদাম-৬ ও বারি চিনাবাদাম-৭ জাত অপেক্ষা ৫-৭ দিন আগে পরিপক্ব হয়।

উচ্চতা (ইঞ্চি) : ১৫

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ১০ - ১২

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৪০ - ৫০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৩৮০ - ৪০০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৩৮ - ৪০ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

শ্রাবণ-ভাদ্র (জুলাই-আগষ্ট)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

জাতের নাম : বারি চীনাবাদাম-১০

জনপ্রিয় নাম : নেই

উদ্ভাবনকারী প্রতিষ্ঠান : বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)

গড় জীবনকাল প্রায় (দিন): ১৪৫

ফলনের গুণগত বৈশিষ্ট্য : বীজের আকার বড় এবং রং হালকা বাদামী।

জাতের ধরণ : উফশী

জাতের বৈশিষ্ট্য :

পাতার রং হালকা সবুজ, উভয় মৌসুমে ফলন ভাল দেয়। বেশ খরা সহনশীল।

শতক প্রতি ফলন (কেজি) : ৯ - ১০

হেক্টর প্রতি ফলন (টন) : ৩৫ - ৪০

প্রতি শতক বীজতলায় বীজের পরিমান : ৪০০ - ৪৫০ গ্রাম

প্রতি একর (১০০ শতকে) জমি রোপণ/বপন করতে বীজের পরিমান : ৪০ - ৪৫ কেজি

উপযোগী মাটি : বেলে, দোআঁশ, বেলে-দোআঁশ

উৎপাদনের মৌসুম : খরিফ-২

বপনের উপযুক্ত সময় :

শ্রাবণ-ভাদ্র (জুলাই-আগষ্ট)

ফসল তোলার সময় :

বপনের ১৪০-১৫০ দিন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

ফসলের পুষ্টিমান

প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যপযোগী চীনাবাদামে খাদ্যশক্তি- ০.৫৬৭ কিলোক্যালোরি, আমিষ- ২৫.৮ গ্রাম, শর্করা- ১৬.১৩ গ্রাম, ক্যালসিয়াম- ৯ মিলিগ্রাম, লৌহ- ২৫ মিলিগ্রাম, সোডিয়াম- ১৮ মিলিগ্রাম, পটাশিয়াম- ৭০৫ মিলিগ্রাম রয়েছে। চীনাবাদামে ক্যারোটিন ও ভিটামিন ই বিদ্যমান।

তথ্যের উৎস :

কৃষি ডাইরি, কৃষি তথ্য সার্ভিস. ২০১৭।

বীজ ও বীজতলা

বর্ণনাঃ বীজ ছিটিয়ে বপন ও বীজ বপন যন্ত্র দিয়ে সারি করে বপন করা হয়। চীনাবাদামের জন্য বীজতলার প্রয়োজন হয় না।

বীজ ও বীজতলার প্রকারভেদ :

বীজের প্রকারভেদ-

১। মৌল বীজ

২। ভিত্তি বীজ

৩। প্রত্যায়িত বীজ

৪। মানঘোষিত বীজ

৫। হাইব্রিড বীজ

ভাল বীজ নির্বাচন :

১। উন্নত জাতের রোগ বালাই মুক্ত মান সম্পন্ন বীজ ব্যবহার করতে হবে।

২। বীজ বিশুদ্ধ হতে হবে এবং গজানোর ক্ষমতা ৮০% এর বেশি থাকতে হবে।

৩। সরকার অনুমোদিত ডিলারদের থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহের সময় ক্রয় রশিদ গ্রহণ করতে হবে।

৪। বাজারের খোলা বীজ কেনা যাবে না ।

বীজতলা প্রস্তুতকরণ : প্রথমে নির্বাচিত বীজতলার জমি কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝরা করতে হবে। অতঃপর উল্লেখিত বীজতলা ৫-১০ কেজি পচা গোবর ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে বীজতলা প্রস্তুত করতে হবে। বীজ বপনের পূর্বে বীজ ভিজিয়ে নিতে হবে। জমির উঁবরতা ভেদে ৫-১০ কেজি সার ব্যবহার করতে হবে।

বীজতলা পরিচর্চা : ১। বীজ বপনের পর ছালার চট বা ধানের খড় বিছিয়ে ৭২ ঘন্টা বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে এবং বীজ গজানো তরান্বিত করার জন্য ঝাঝরা দিয়ে পানি দিতে হবে। ২। অতিরিক্ত ঠান্ডা হলে রাতে বীজতলা পলিথিন দিয়ে ডেকে রাখতে হবে এবং সকালে খুলে দিতে হবে। ৩। তাপমাত্রা বেশী হলে চাটাই দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করন, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বপন / রোপনপদ্ধতি

বর্ণনা : চিনাবাদাম চাষের জন্য জমিতে তিন থেকে চারটি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হবে। ক্ষেতের চারপাশে নালার ব্যবস্থা করলে পরে সেচ ও পানি নিকাশের সুবিধা হয়।

চাষপদ্ধতি :

বীজ সারিতে বুনলে সারির দূরত্ব ১২ ইঞ্চি এবং প্রতি সারিতে গাছের দূরত্ব ৬ ইঞ্চি রাখতে হবে। ত্রিদানা বাদাম (ডিএম-১) জাতের ক্ষেত্রে সারির দূরত্ব ১০ ইঞ্চি এবং সারিতে গাছের দূরত্ব ৪ ইঞ্চি রাখা প্রয়োজন। বীজ ১-১.৫ ইঞ্চি মাটির নিচে বপন করতে হবে।

জমি শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বীজ শোধন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

মাটি ও সার ব্যবস্থাপনা

মৃত্তিকা পরীক্ষা গবেষণাগারের ঠিকানা :

মাটির ধরন এবং মাটি পরীক্ষার জন্য মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট এর সহায়তা নিতে হবে।

মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

সার পরিচিতি :

সার পরিচিতি বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় :

ভেজাল সার শনাক্তকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

ভেজাল সার চেনার উপায় ভিডিও

ফসলের সার সুপারিশ :

সারের নাম	শতক প্রতি সার	হেক্টর প্রতি সার
ইউরিয়া	৮০০ গ্রাম - ১.২ কেজি	২০-৩০ কেজি
টিএসপি	৬০০ গ্রাম	১৫০-১৭০ কেজি
এমওপি	৩০০-৩৫০ গ্রাম	৮০-৯০ কেজি
জিপসাম	৬৫০-৭০০ গ্রাম	১৬০-১৮০ কেজি
দস্তা	২০০ গ্রাম	৪-৫ কেজি
বরিক এসিড	৪০০ গ্রাম	৯-১১ কেজি

অর্ধেক ইউরিয়া ও সমুদয় টিএসপি ও পটাশ সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক ইউরিয়া সার বপনের ৪০-৪৫ দিন পর গাছে ফুল আসার সময় প্রয়োগ করতে হবে। তবে প্রতি কেজি বীজে ৭০ গ্রাম অণুজীব সার (শতক প্রতি) ব্যবহার করা যেতে পারে। অণুজীব সার ব্যবহার করলে সাধরণত ইউরিয়া সার ব্যবহার করতে হয় না।

অনলাইন সার সুপারিশ বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

সেচ ব্যবস্থাপনা

বর্ণনা : জমিতে প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। আবার অতিরিক্ত সেচ দিলে ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সে জন্য সুষ্ঠ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা :

রবি মৌসুমে উঁচু জমিতে মাটির রস তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় বিধায় মাটির রস বুঝে ১-২ টি সেচ দিতে হবে। খরিফ মৌসুমে ফসলের অবস্থা বুঝে প্রয়োজনে ১টি সেচ দেয়া যেতে পারে।

সেচ ও নিকাশ পদ্ধতি :

1 : বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে খরিফ মৌসুমে বৃষ্টিপাত হয় বিধায় পানি নিষ্কাশনের সুবিধা রাখতে হবে।

লবণাক্ত এলাকায় সেচ প্রযুক্তি :

মিনি পুকুর খনন করে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। জমিতে নিড়ানি দিয়ে আগাছা মুক্ত করে খড়কুটো ও কচুরিপানা বিছিয়ে রস সংরক্ষণ করুন।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

আগাছা ব্যবস্থাপনা

আগাছার নাম : কাঁটানটে

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : রবি, খরিফ

প্রতিকারের উপায় :

সেচ ও সার দেবার পর জো আসা মাত্র আগাছা বাছাই করতে হবে। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আগাছার নাম : বথুয়া

আগাছা জন্মানোর মৌসুম : খরিফে বেশি বাড়ে। জুন থেকে অক্টোবরের মাঝে ফুল ফোটে ও বীজ বাত্তি হয়।

প্রতিকারের উপায় :

জমি নিয়মিত জমি পর্যবেক্ষণ করুন। জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে। চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

আবহাওয়া ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

বাংলা মাসের নাম : শ্রাবণ

ইংরেজি মাসের নাম : জুলাই

ফসল ফলনের সময়কাল : খরিফ- ১

দুর্যোগের নাম : খরিফে অতিবৃষ্টি

দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি :

নিষ্কাশন নালা প্রস্তুতি রাখা।

কৃষি আবহাওয়ার তথ্য পেতে ক্লিক করুন

দুর্যোগকালীন/দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি :

তাড়াতাড়ি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার ব্যবস্থা করুন।

প্রস্তুতি : লাইনে বুনুন, যাতে জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করার নালা রাখা যায়। জমির অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি বের করা ব্যবস্থা রাখুন।

তথ্যের উৎস :

দক্ষিণাঞ্চলের উপযোগী কৃষি প্রযুক্তি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, নভেম্বর, ২০১৩।

পোকামাকড়

পোকার নাম : জাব পোকা

পোকা চেনার উপায় : খুব ছোট সবুজাভ সাদা, নরম দেহ বিশিষ্ট।

ক্ষতির ধরণ : পাতা, ফুল ও কচি ফলের রস চুষে খায়। তাছাড়া এই পোকা হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

আক্রমণের পর্যায় : পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা , ফল , ফুল

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক , নিম্ফ

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন: এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

অন্যান্য :

সাবানযুক্ত পানি স্প্রে করা যায় অথবা আধাভাঙ্গা নিমবীজের পানি (১ লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম নিমবীজ ভেঙ্গে ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ছেঁকে নিতে হবে) আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করলে পোকা নিয়ন্ত্রন করা যায়। এছাড়াও তামাকের গুড়া (১০গ্রাম), সাবানের গুড়া (৫গ্রাম) ও নিমের পাতার রস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ব্যবহার করা যায়।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : উঁইপোকা

পোকা চেনার উপায় : পোকা সাদা, শরীর নরম, মাথা লাল এবং কাঁচির মত দুটি দাঁত আছে।

ক্ষতির ধরণ : এরা দলবদ্ধ হয়ে গাছের প্রধান শিকড় কেটে দেয় ও শিকড়ের ভিতরে গর্ত সৃষ্টি করে। মাটির নিচে বাদামের খোসা ছিদ্র করে বীজ খায়।

আক্রমণের পর্যায় : বীজ

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : বীজ

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

অতি আক্রমণে ক্লোরপাইরিফস গ্রুপের কীটনাশক যেমন: ডার্সবান ৫ মিলি./ লি. হারে পানিতে মিশিয়ে কান্ডে ও গোড়ার মাটিতে স্প্রে করুন। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

অন্যান্য :

পানির সাথে কেরোসিন মিশিয়ে সেচ দিলে উইপোকা জমি ত্যাগ করে। পাট কাঠির ফাঁদ তৈরি করে এ পোকা দমন করা যায়। মাটির পাত্রে পাটের কাঠি ভর্তি করে পুঁতে রাখলে তাতে উইপোকা লাগে। তারপর ঐ কাঠি ভর্তি পাত্র তুলে উইপোকা মারতে হবে।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : পিঁপড়া

পোকা চেনার উপায় : এরা খুবই ছোট কালো ও লাল উভয় রঙের হয়ে থাকে।

ক্ষতির ধরণ : জমিতে বাদাম লাগানোর পর পরেই পিঁপড়া আক্রমণ করে রোপিত বাদামের দানা সব খেয়ে ফেলে।

আক্রমণের পর্যায় : বাড়ন্ত পর্যায়, চারা

পোকামাকড় জীবনকাল : পূর্ণ বয়স্ক

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : ফল , শিকড়

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

বীজ বপনের পর ছাই অথবা সেভিং ডাস্ট জমির চারদিকে ছিটিয়ে দেয়া।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

পোকার নাম : জ্যাসিড / পাতা শোষক পোকা

পোকা চেনার উপায় : ক্ষুদ্র সবুজ পোকা। এদের দেহ লম্বা। রং বাদামী সবুজ বর্ণের হয়ে থাকে। এরা পাতার নিচের পৃষ্ঠে থাকে।

ক্ষতির ধরণ : কচি পাতার নীচের দিক থেকে রস চুসে খায় ও এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ নিঃসৃত করে। এর ফলে পাতার অগ্রভাগ বাদামী বর্ণ ধারণ করে। আক্রান্ত পাতা কুকচে যায়। ফলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফুল ও ফল ধারণ বাধাগ্রস্ত হয়।

আক্রমণের পর্যায় : সব

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

পোকার যেসব স্তর ক্ষতি করে : সব , পূর্ণ বয়স্ক

ব্যবস্থাপনা :

আক্রমণ বেশি হলে ইমিডাক্লোরোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমনঃ এডমায়ার অথবা টিডো ৭-১০ মিলিলিটার / ২মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে স্প্রে করতে হবে ১০ দিন পরপর ২/৩ বার। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

বারি চীনাবাদাম-৫, বারি চীনাবাদাম-৭ ও বারি চীনাবাদাম-৮ জাত চাষ করলে পোকার আক্রমণ শতকরা ২০-৩০ ভাগ কম হয়। তাই এই জাতগুলি চাষ করুন।

অন্যান্য :

৫০ গ্রাম নিম বীজ ভেঙ্গে ১ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে ২-৩ গ্রাম ডিটারজেন্ট বা গুঁড়ো সাবান মিশিয়ে ছেকে ১৫ দিন অন্তর ৩ বার ছিটিয়ে পোকা দমন করুন।

তথ্যের উৎস :

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় দমন, কীটতত্ত্ব বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ২০১৭।

রোগ

রোগের নাম : লিফ স্পট / টিক্কা রোগ

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির লক্ষণ : রোগের আক্রমণের ফলে পাতার উপরে বাদামী রঙের দাগের সৃষ্টি হয়। দাগ আকারে বড় হতে থাকে এবং পাতার উপরে ছড়িয়ে পড়ে। গাছ দেরিতে আক্রান্ত হলে পাতার নিচে দাগ দেখা যায়। এক্ষেত্রে দাগ গাঢ় বাদামী হতে কালচে বর্ণের হয়। পাতার বাকি অংশের সবুজ রং মলিন হয়ে যায় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে গাছের উপরের কয়েকটি কচি পাতা ছাড়া বয়স্ক পাতাগুলো ধীরে ধীরে ঝরে পড়ে।

ক্ষতির ধরণ : দাগগুলি নানা আকারের হয় এবং পাতার উপর এলোমেলো দাগ ছড়িয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে দুই বা ততোধিক দাগ একত্রে মিলিত হয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায়

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

রোগের আক্রমণ বেশি হলে হেক্সাকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ কনটাফ ১০ মিলিলিটার) অথবা কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ নোইন অথবা এইমকোজিম ২০ গ্রাম) প্রতি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করুন।

অন্যান্য :

ফসলি জমির পরিত্যক্ত অংশের মাধ্যমে এই রোগ পরের বছরে ছড়ায়। তাই মৌসুমের শেষে আক্রান্ত গাছের যাবতীয় অংশ সমূহ সতর্কতার সাথে সংগ্রহ করে পুড়িয়ে বা গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

রোগের নাম : মরিচা

রোগের কারণ : ছত্রাক

ক্ষতির লক্ষণ : এ রোগের প্রাথমিক অবস্থায় পাতার নিচের পিঠে মরিচা পড়ায় ন্যায় সামান্য উঁচু বিন্দুর মত দাগ দেখা যায়। দাগ ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। আক্রমণের মাত্রা বেড়ে যাবার সাথে সাথে পাতার উপরের পিঠেও এ দাগ দেখা যায়। ফসল বেশি আক্রান্ত হলে ফলন অনেক কমে যায়।

ক্ষতির ধরণ : বয়স্ক গাছেই এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়। পাতার নিচের দিকে্ প্রথমে মরিচা পড়ার ন্যায় সামান্য উচু বিন্দুর মত দাগ দেখা যায়। আক্রমণ বেশি হলে পাতার উপরের পিঠে এ রোগ দেখা যায়।

ফসলের যে পর্যায়ে আক্রমণ করে : বাড়ন্ত পর্যায় , চারা

ফসলের যে অংশে আক্রমণ করে : পাতা

ব্যবস্থাপনা :

প্রোপিকোনাজল জাতীয় ছত্রাকনাশক (যেমনঃ টিল্ট ৫ মিলি/ ১ মুখ) ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতকে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। ঔষধ স্প্রে করায় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

বালাইনাশক ব্যবহারের সতর্কতা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ক্লিক করুন

বালাইনাশকের বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন

পূর্ব-প্রস্তুতি :

আগের ফসলের নাড়া বা অবশিষ্ট অংশ ভালভাবে ধ্বংস করতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭। ফসলের বালাই ব্যবস্থাপনা, মোঃ হাসানুর রহমান, জানুয়ারি ২০১৩।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ফসল তোলা : চিনাবাদাম গাছের শতকরা ৮০-৯০ ভাগ বাদাম যখন সম্পূর্ণ পরিপক্ব হয় তখন বাদামের খোসার শিরা উপশিরা গুলো স্পষ্টভাবে দেখা দেয় এবং গাছের পাতাগুলো হলুদ রং ধারণ করে নিচের পাতা ঝরে পরে তখন ফসল তোলার উপযুক্ত সময়। বাদামের খোসা ভাঙ্গার পর খোসার ভিতরে কালচে দাগ এবং বীজের উপরের পাতলা আবরণ বা খোসা বাদামী বা লালচে বা বেগুনী রং (জাত ভেদে) ধারণ করলেই ফসল কাটার উপযুক্ত সময়।

ফসল সংরক্ষণের পূর্বে :

ফসল কাটার পর গাছ থেকে খোসাসহ ছাড়ানো বাদাম উজ্জ্বল রোদে দৈনিক ৭-৮ ঘণ্টা করে ৫-৬ দিন রোদে শুকাতে হবে।

প্রক্রিয়াজাতকরণ :

গাছ থেকে হাত দ্বারা বাদামের খোসা ছাড়ানোর পর শুকিয়ে পলিথিন আচ্ছাদিত ছালার ব্যাগে, চটের বস্তা, মাটির কলসি, বাঁশের তৈরি ডুলি ইত্যাদিতে ভরে সংরক্ষণের জন্য তৈরি রাখতে হবে।

সংরক্ষণ : বাদাম বীজ পলিথিন আচ্ছাদিত চটের ব্যাগ, মাটির কলসি, কেরোসিন ইত্যাদি পাত্রে ভরে বস্তাগুলো কাঠের বা বাঁশের তৈরি মাচায় রেখে দিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ

বীজ উৎপাদন :

যেহেতু বীজের সুপ্ততাকাল খুব কম তাই পরবর্তী মৌসুমে ফসল আবাদের জন্য খরিফ মৌসুমে উচু এবং ঢালু জমিতে চীনাবাদামের চাষ করতে হবে। বপনের পূর্বে সংরক্ষিত বীজের গজানোর ক্ষমতা পরীক্ষা করে নিতে হবে।

বীজ সংরক্ষণ:

বাদাম বীজ সংগ্রহের জন্য পলিথিন আচ্ছাদিত বা সিনথেটিক ব্যাগ, মাটির কলসি বা মটকা,কেরোসিন টিন বা ড্রাম, বাঁশের তৈরি বা ডুলি বা ঝুড়ি ইত্যাদিতে ভরে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। তবে মাটির পাত্র ও বাঁশের ডুলিতে বীজ সংরক্ষণের পূর্বে কাদামাটি ও গোবর দিয়ে লেপে নিতে হবে, যাতে বাতাসের আদ্রতা পাত্রের ভিতর ঢুকতে না পারে। পরে বীজসহ পাত্রগুলো কাঠের বা বাঁশের তৈরি মাচায় রেখে সংরক্ষণ করতে হবে। বর্ষা মৌসুমে (আষাঢ়-ভাদ্র) প্রতি মাসে একবার পরিষ্কার রোদে ৩-৪ ঘণ্টা শুকিয়ে ঠান্ডা করে পুনরায় বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। ঠান্ডা ঘর (কোল্ড রুম) যেখানে তাপমাত্রা ১৮-২০ ডিগ্রি সেঃ এবং বাতাসের আদ্রতা ৪০-৪৫% সেখানে ৮-১০% বীজের আদ্রতায় ১ বৎসর পর্যন্ত বীজ সংরক্ষণ করা যায়।

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ পরমানু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ১৮/০১/২০১৮

কৃষি উপকরণ

বীজপ্রাপ্তি স্থান :
১। বিএডিসি ও সরকারি অনুমোদিত সকল বীজ ডিলার।

২। বিশ্বস্ত বীজ উৎপাদনকারী চাষী।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বীজ বিক্রয়কেন্দ্রের তথ্য পেতে ক্লিক করুন

সার ও বালাইনাশক প্রাপ্তিস্থান :

নিকটস্থ বাজারের অনুমোদিত বালাইনাশক বিক্রেতার নিকট হতে বালাইনাশকের মেয়াদ যাচাই করে বালাইনাশক কিনুন।

সার ডিলার এর বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি), ১৬/০২/২০১৮।

খামার যন্ত্রপাতি

যন্ত্রের নাম : মই

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

পশু চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

জমি চাষে ব্যবহার করা হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : কোদাল

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

হস্ত চালিত

যন্ত্রের ক্ষমতা : কায়িক শ্রম

যন্ত্রের উপকারিতা :

আইল ছাঁটা, সেচ ও নিকাশ নালা তৈরি। কম জমির জন্য ফসল তোলা ও পরিচর্যায় ব্যবহার হয়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

সাশ্রয়ী মূল্য, সহজ প্রাপ্য ও সহজে বহন যোগ্য।

রক্ষণাবেক্ষণ : ব্যবহারের পর মাটি ও পানি থেকে পরিষ্কার করে রাখুন।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি, ২০১৮।

যন্ত্রের নাম : বারি শক্তিচালিত বাদাম মাড়াই যন্ত্র

যন্ত্রের ধরন : অন্যান্য

যন্ত্রের পরিচালনা পদ্ধতি :

যন্ত্রটি চালানোর জন্য একটি পরিষ্কার ও সমতল স্থান নির্বাচন করুন। বাদাম মাড়াই করার আগে ভাল করে শুকিয়ে নিন, কারণ ঠিকমত শুঁকানো না হলে মাড়াই ক্ষমতা কমে যায় ও ভাঙ্গা দানার পরিমাণ বেড়ে যায় বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক লাইনে মোটরকে সংযোগ দিন। সুইচ অন করলে অর্ধ বৃত্তাকার রাবার প্যাড নড়াচাড়া করে, ফ্যান ঘোরে ও চালুনীতে ঝাকুনির সৃষ্টি হয়। যন্ত্রের নিচে পরিষ্কার দানা সংগ্রহের জন্য একটি পাত্র ও অন্য একটি পাত্র চালুনির সামনে স্থাপন করুন। এ অবস্থায় ঝুড়িতে করে বাদাম হপারের মধ্যে দিন। এরপর পরিষ্কার বাদাম নিচের পাত্রে জমা হতে শুরু করবে। চালনীর সামনের পাত্রে জমা হওয়া অমাড়াইকৃত বাদাম হপারে ঢালুন।

যন্ত্রের ক্ষমতা : ১। মাড়াই ক্ষমতা ১২০-১৫০ কেজি/ঘণ্টা ২। দানার ভাঙ্গার হার ১-২% ৩। ঝাড়াই ক্ষমতা ১০০% ৪। বাছাই ক্ষমতা ৯৫% ৫। যন্ত্রের ওজন ৭৫ কেজি।

যন্ত্রের উপকারিতা :

বাংলাদেশের চরাঞ্চলে বাদামের চাষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিস্তৃত এলাকায় বপনের জন্য প্রয়োজনীয় বাদামের খোসা ছাড়াতে ও মাঝারী ধরনের কনফেকশনারির জন্য হস্তচালিত বাদাম মাড়াই যন্ত্র যথেষ্ট নয়। বারি শক্তিচালিত বাদাম মাড়াই যন্ত্র দ্বারা এই সমস্যার সহজেই সমাধান করা যায়।

যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য :

১। এ যন্ত্রটির নির্মাণ কৌশল সহজ ২। যন্ত্রটি চালনার জন্য একজন লোকই যথেষ্ট ৩। যন্ত্রটি স্থানীয় প্রকৌশল কারখানায় তৈরি করা যায়। বাছাইকৃত বাদামের(১০ মিমি এর চেয়ে বেশি ব্যাস) দ্বারা উচ্চ ক্ষমতার ফলাফল পাওয়া যায় ৪। এ যন্ত্র দ্বারা মাড়াইকৃত বাদাম বীজ হিসেবে ব্যবহার করা যায় ৫। যন্ত্রটি একই সাথে মাড়াই ও ঝাড়াইয়ের সাথে সাথে মাড়াইকৃত বাদাম থেকে অমাড়াইকৃত আলাদা করে দেয় ৬। মাত্র ০.৫ অশ্বশক্তির বৈদ্যতিক মোটর দ্বারা চালান সম্ভব।

রক্ষণাবেক্ষণ : যন্ত্রটি প্রতিবার ব্যবহারের আগে ও পরে অবশ্যই ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে।

তথ্যের উৎস :

খামার যান্ত্রিকীকরন এর মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প- ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডি এ ই), খামারবাড়ী, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫। জানুয়ারি,২০১৮।

ফসল বাজারজাতকরণ

প্রথাগত ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

মাথায় করে, বাঁশের ভাড়ে করে কাঁধে নিয়ে।

আধুনিক ফসল পরিবহন ব্যবস্থা :

ভ্যান গাড়ি, ট্রলি, ট্রাক, কাভার্ড ভ্যান।

প্রথাগত বাজারজাত করণ :

বাঁশের খাচা, বাঁশের ঝুড়ি ,চটের থলে।

আধুনিক পদ্ধতিতে বাজারজাত করণ :

ঝুড়ি/ কার্টন/ প্লাস্টিকের ঝুড়িতে।

ফসল বাজারজাতকরনের বিস্তারিত তথ্য পেতে ক্লিক করুন

তথ্যের উৎস :

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০১৭।